১৯-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পারস বুদ্ধি হওয়ার জন্য বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেসব ভালো করে বুঝতে হবে, নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যদের করাতে হবে"

প্রশ্নঃ- কোন্ একটি রহস্য খুবই গুহ্য গোপনীয় যা অনুধাবন করা প্রয়োজন ?

উত্তর :- নিরাকার পিতা সকলের মাতা পিতা কীভাবে হন, কীভাবে তিনি সৃষ্টির রচনা করেন, এইসব খুবই গুহ্য ও গোপনীয় রহস্য। নিরাকার পিতা, মাতার অনুপস্থিতিতে সৃষ্টির রচনা করতে পারেন না । তিনি কিভাবে শরীর ধারণ করেন, শরীরে প্রবেশ করে সেই মুখ দিয়ে সন্তান অ্যাডপ্ট করেন, এই ব্রহ্মা হলেন পিতা এবং মাতা -- এই কথাটি হল খুব ভালো ভাবে বুঝে স্মরণ করার বা স্মৃতিতে রাখার ।

গীত :- তুমি হলে মাতা ....

ওম্ শান্তি। যাঁকে মাতা পিতা বলা হয় নিশ্চয়ই আদেশ পিতা-ই করেছেন। এই খানে মাতা পিতা কম্বাইন্ড আছেন। এই কথা মানুষদের বোঝানো খুবই কঠিন , আর এই কথাটি-ই হল বুঝবার জন্যে মুখ্য কথা। নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা যাঁকে পিতা বলা হয় তাঁকেই মাতাও বলা হয় , এই হল ওয়ান্ডার ফুল কথা। পরম পিতা পরমাত্মা মানুষ সৃষ্টি রচনা করবেন , তার জন্যে মাতা নিশ্চয়ই চাই। এই কথা তো খুবই গুহ্য কারো বুদ্ধিতে আসবেনা। এখন উনি হলেন সকলের পিতা, মাতাও নিশ্চয়ই চাই। তিনি হলেন পিতা নিরাকার , তাহলে মাতা কাকে বলা হবে ? বিবাহ তো করেননি । এইটি হল গুহ্য গোপনীয় বুঝবার কথা। নতুন আত্মারা বুঝতে পারবেনা। পুরানো আত্মারাও মুশকিলে বুঝতে পারে ও তাদের স্মৃতিতে থাকে। বাচ্চারাই মাতা পিতার স্মরণে থাকবে তাইনা। ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণকেও বলা হয় তুমি হলে মাতা পিতা ..... তো রাধে কৃষ্ণের সামনে গিয়েও বলে -- তুমি হলে মাতা পিতা ... এবারে তাঁরা হল প্রিন্স প্রিন্সেস । তাঁদেরকে মাতা পিতা কোনো বুদ্ধিহীনও বলবেনা। মানুষের তো বলার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এই কথাটি হল একেবারেই পৃথক।লক্ষ্মী নারায়ণকে তাদের সন্তানরা বলবে তুমি মাতা পিতা ..... মানুষ ভাবে যার কাছে ধন সম্পদ আছে , মহল প্রাসাদ আছে তারা স্বর্গে আছে। তাদের সন্তানরা বলবে আমাদের মাতা পিতার কাছে অনেক সুখ আছে। নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মের সু-কর্মের ফল। আচ্ছা এই যে গায়ন হয় তুমি মাতা পিতা ... পরম পিতা পরমাত্মা রচয়িতা হলেন একজন , আমরা ওঁনার সন্তান উনি হলেন নিরাকার। আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। কিন্তু নিরাকার সৃষ্টি রচনা করেন কিভাবে। মাতা ছাড়া সৃষ্টির রচনা সম্ভব নয়। ওয়ান্ডার হল এই সৃষ্টির রচনা। এক হল পরমাত্মা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। পুরানো দুনিয়ায় এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। কিন্তু কিভাবে রচনা করেন। এই হল গুহ্য কথা -- যে নিরাকারকে আমরা মাতা পিতা বলি। বাবা নিজে বোঝাচ্ছেন আমি বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করি। পেট থেকে বাচ্চার জন্মের কথা নয়। এত সংখ্যায় বাচ্চারা পেট থেকে বেরোবে কিভাবে। তাই বলেন আমি এই শরীরটি (ব্রহ্মার) ধারণ করে এনার (ব্রহ্মার) মুখ দ্বারা বাচ্চাদের এডপ্ট করি। এই ব্রহ্মা পিতাও হলেন , মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা এবং মাতাও হলেন। যাঁর মুখ দ্বারা বাচ্চাদের এডপ্ট করি। এই ভাবে বাচ্চাদের এডপ্ট করা -- এই হল শুধুমাত্র বাবার কর্তব্য। সন্ন্যাসীরা তো করতে পারেনা। তাদের আছে জিজ্ঞাসু , ফলোয়ার , শিষ্য। এখানে হল রচনার কথা। অর্থাৎ বাবা

এনার মধ্যে প্রবেশ করেন , এই হল মুখ বংশী যারা বলে তুমি মাতা পিতা ... তাহলে মাতা হলেন ইনি এই কথাটি প্রমাণিত হল। উনি পিতা (শিববাবা) এনার মধ্যে (ব্রহ্মাবাবা) প্রবেশ করে রচনা করেন। এই বৃদ্ধ মানুষটি প্রজাপিতাও হলেন আবার বৃদ্ধা মাতাও হলেন। বৃদ্ধা চাই তাইনা। এবারে বাচ্চাদের মাতা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। এনার কোনো সম্পত্তি নেই। তোমরা হও উত্তরাধিকারী , তাই এনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাকে বাপদাদা বলা হয়। তোমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার কাছে সম্পত্তির অধিকার নিতে হবেনা । এই দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাও ওনার কাছে (শিববাবার) প্রাপ্ত করেন। ব্রহ্মাবাবাকে মাতা ও দাদা দুই-ই বলে সম্বোধন করা হয়। নাহলে মাতা পিতা প্রমাণিত হবে কিভাবে। মাতা পিতা বিনে বাচ্চা হবে কিভাবে -- এই হল খুবই গুহ্য বুঝবার এবং স্মরণ করার কথা। বাবা আপনি হলেন পিতা , ইনি মাতা এনার দ্বারা আমরা জন্ম গ্রহণ করি। ঠিক বর্সার কথাও স্মরণে আসে। পিতাকে স্মরণ করতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা পতিত দুনিয়ায় আসেন। বলেন যাঁর মধ্যে প্রবেশ হই , আমার-ই সন্তান , তোমাদের পিতা এবং মাতাও হলেন তিনি। তোমরা হলে সন্তান। সুতরাং পিতাকে স্মরণ করলে বর্সা প্রাপ্ত হয়। মাতাকে স্মরণ করলে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। নিরন্তর পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বাকি এই শরীরকে ভুলতে হবে। এই জ্ঞানের কথাই বুঝতে হবে।

বাবা পুরানো দুনিয়ায় এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। পুরনোকে শেষ করে দেন। নাহলে কে শেষ করবে। গায়নও আছে শঙ্কর দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ -- এইসবই ড্রামাতে ধার্য করা আছে তাই গায়নও আছে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের জন্যে নতুন রাজধানী নির্মাণ হচ্ছে। বিনাশের সম্পূর্ণ আয়োজন হয়ে রয়েছে। তোমরা সংখ্যায় এতজন , সবাই রাজার পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করো। এমন নয় অন্ধ শ্রদ্ধার বশে স্বীকার করেছ। কেউ বলেছে রামের সীতা চুরি গেছে। সত্য। কোনো কথা বুঝতে না পারলে বুঝবার চেষ্টা করো। নাহলে যে বুদ্ধিহীন থেকে যাবে। ভক্তিমার্গে তো অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই ফল ঐ জন্মেই বা অন্য জন্মে অল্পকালের জন্যে প্রাপ্ত হয়। তীর্থ যাত্রায় যায় , কিছু সময় তো পবিত্র থাকে , পাপ করেনা। দান পুণ্য ইত্যাদি করে , একেই কাগ বিষ্ঠা সম সুখ বলা হয়। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো কারণ তোমরা বানর থেকে মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছ । সত্যযুগে তোমরা পারস বুদ্ধি ছিলে কারণ পারসনাথ , পারসনাথীনি দের রাজত্ব ছিল। স্বর্ণ মহল ছিল। এখন তো সবই পাথর হয়েছে। পারস বুদ্ধি থেকে পাথর বুদ্ধিতে কে পরিণত করে ? ৫ বিকার রূপী রাবণ। যখন সবাই পাথর বুদ্ধি হয়ে পড়ে তখনই পারস বুদ্ধিতে পরিণত করতে বাবা আসেন। কত সহজ করে বুঝিয়ে দেন। বীজ এবং বৃক্ষ। বাকি ডিটেল নলেজ তো বোঝাতে থাকেন , বোঝাতে থাকবেন। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করো , যাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। মাতাকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। বাবা বলেন বাচ্চারা আমায় স্মরণ করো অর্থাৎ সন্তান মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছে নিশ্চয়ই ? জন্ম নিয়েছে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে। তাই এই মাতা কেও ত্যাগ করো , সব দেহ ধারীদের ত্যাগ করো কারণ এখন বর্সা বাবার কাছে নিতে হবে। তিনি বেহদের পিতা নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। এই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন , এখন নেই। বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন -- তোমরা প্রতি জন্মে হদের বর্সা প্রাপ্ত করেছ। নরকে তো হদের বরসা-ই থাকে। স্বর্গে হদের বরসা থাকেনা। সেইটি হল বেহদের বর্সা কারণ বেহদের অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক অন্য ধর্ম হয় না। হদের বর্সা আরম্ভ হয় দ্বাপর থেকে। সত্যযুগে হয় বেহদের। তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করো। সেখানে তোমাদের বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। যথা রাজা রানী তথা প্রজা। প্রজাও বলবে আমরা হলাম সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক। এখন প্রজা এরকম

বলবেনা যে আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির মালিক। এখন তো সীমা বাঁধা আছে। তারা বলে আমাদের জলের সীমার ভিতরে প্রবেশ নিষেধ , এইটি আমাদের ভূখন্ড। সেখানে প্রজাও বলবে আমরা বিশ্বের মালিক। আমাদের মহারাজা মহারানী লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক। এইসব এখন আমরা বুঝতে পারি যে সেখানে এক রাজ্য ছিল। ঐ হল বেহদের বাদশাহী। ভারত কি ছিল , কারো বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা তোমরা এখন শিক্ষা পেয়েছ যে বেহদের বাবার কাছে বর্সা নাও। আমরা বলছি মানে আমরা-ই নিচ্ছি। বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। গায়নও আছে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য। ২১ জন্ম কেন বলা হয় ? কারণ সেখানে বৃদ্ধ বয়সে দেহ ত্যাগ করা হয়। সেখানে অকালে মৃত্যু হয়না। মাতা-রা কখনও বিধবা হন না । কান্নাকাটি হয়না। এখানেতো কত কান্না কাটি । সেখানে বাচ্চাদেরও কাঁদবার দরকার নেই। এখানে বাচ্চাদের কাঁদানো হয় যাতে মুখ বড় হয়। সেখানে এইরকম কথা নেই। এইসব তো বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন বেহদের বাবার কাছে কল্প পূর্বের মতন বর্সা প্রাপ্ত করছি। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, এখন ফিরতে হবে। নিরন্তর বাবা ও বর্সা কে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবে। মন্মনাভবের অর্থ কত সহজ। গীতা যদিও মিথ্যা হয়েছে তবু তাতে কিছু তো সত্য আছে তাইনা। আমায় নিজেদের পিতাকে স্মরণ করো, কৃষ্ণ এমন বলবেন না যে আমায় স্মরণ কর , তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। পরমাত্মা এখন সর্ব আত্মাদের বলছেন যে আত্মারা তোমাদের সবাইকে মশক বা মশার মতন ফিরতে হবে। সুতরাং আত্মা নিশ্চয়ই , পরমাত্মা পিতাকে-ই ফলো করবে। কৃষ্ণ তো দেহধারী হয়ে গেলেন। তিনি বলবেন না আমি আত্মা আমায় স্মরণ কর । তাঁর নাম হল কৃষ্ণ। আত্মারা কেউ বলতে পারেনা, আত্মারা সবাই হল ভাই ভাই। এইটি তো বাবা বলেন আমি হলাম নিরাকার , আমি পরম আত্মা আমার নাম শিব। তাহলে কৃষ্ণ বলবে কিভাবে। কৃষ্ণের কাছে শরীর আছে। শিববাবার কাছে নিজের শরীর নেই। শিববাবা বলেন বাচ্চারা প্রথমে তোমাদের কাছেও নিজের শরীর ছিলনা। তোমরা আত্মসরা নিরাকার ছিলে, তারপর শরীরে প্রবেশ কর। এখন তোমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের স্মৃতি বুদ্ধিতে আছে। বাবা সৃষ্টির রচনা কিভাবে, কবে এবং কেন করেছেন ? সৃষ্টি তো আছে তাইনা । গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা করেছেন। তাহলে নিশ্চয়ই পুরানো সৃষ্টি থেকে নতুন সৃষ্টির রচনা করেছেন। বলাও হয় মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের এই পড়াশোনা দ্বারা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করি। পূজ্য দেবতা ছিলে, কালান্তরে পূজারী হয়েছ। মানুষ বোঝে না যে ৮৪ জন্ম কিভাবে হয়। তবে কি সবাই ৮৪ জন্ম নেবে ? সৃষ্টি বৃদ্ধি হতেই থাকে। তাহলে সবাই কিভাবে ৮৪ জন্ম নেবে ! নিশ্চয়ই যারা পরে আসবে তাদের জন্ম কম হবে। ২৫-৫০ বছরের সময় কালে ৮৪ জন্ম কিভাবে নেবে? এই হল স্ব দর্শন চক্র। তারা আবার স্ব দর্শন চক্র কে অস্ত্র রূপে দেখিয়েছে। আত্মারা এখন তোমাদের স্মৃতি আছে যে আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। এখন সেই চক্র পূর্ণ হয়েছে, পুনরায় এই ড্রামা রিপিট করতে হবে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের প্রয়োজন , যে ধর্মটি এখন লুপ্ত প্রায়। মানুষ বলে হে গড ফাদার দয়া করুন। বাবা বলেন -- আচ্ছা তোমাদের দুঃখ থেকে লিব্রেট করে সুখী করি। বাবার কাজ হল সবাইকে সুখী করা, তাই আমি কল্পে কল্পে আসি, এসে ভারতকে হীরে তুল্য করি। অতীব সুখী করি। বাকি সবাইকে মুক্তিধামে পাঠাই। ভক্ত চায় ভগবানের সঙ্গে মিলন, কারণ সন্ন্যাসীরা বলে দিয়েছে এই সুখ হল কাক বিষ্ঠা সম। আরও বলেছে এই ড্রামার খেলায় পুনরায় আগমন হয়না মোক্ষ প্রাপ্তি হলে। কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি হয়না। এ হল নির্ধারিত ড্রামা। সম্পূর্ণ সৃষ্টির হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তোমরা বাচ্চারাই এখন জানো যে কিভাবে এই চক্র পরিক্রমা করে। যার নাম স্ব দর্শন চক্র। এইরকম দেখানো হয় স্ব দর্শন চক্র দ্বারা সকলের মাথা কাটা হয়েছে। কংস বধের নাটক দেখানো হয়। এমন কিছুই হয়না। এখানে

হিংসার কোনো কথাই নেই। এখানে তো রয়েছে পড়াশোনা। পড়া করে বাবার কাছে অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার কাছে অধিকার নিতে কারো হত্যা করতে হয় নাকি ? সেসব হল হদের বর্সা , এই হল বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করা। গীতায় লড়াই ইত্যাদির কত কথা লেখা আছে। সেসবও কিছুই হয়নি। পাণ্ডবদের লড়াই বাস্তবে কারো সঙ্গে হয়না। এতো যোগবল দ্বারা বেহদের বাবার কাছে তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ার অধিকার নাও। তাতে লড়াইয়ের কোনো কথা নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে ২১ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত করতে নিরন্তর পিতা ও স্বর্গের অধিকার স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। কোনও দেহধারীকে স্মরণ করবে না ।

২) বুদ্ধিতে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। আমরা পূজনীয় ছিলাম , তারপরে পূজারী হয়েছি, ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি , আবার ড্রামা রিপিট হবে, আমাদের পূজারী থেকে পূজনীয় স্বরূপে পরিণত হতে হবে -- এই স্মৃতি-ই হল স্ব-দর্শন চক্র।

বরদান :- সদা স্নেহ এবং সহযোগ দ্বারা অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্তকারী অমর ভব

ব্যাখা: যে স্থাপনার কার্যে সদা স্নেহী ও সহযোগী হয় তার অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্ত হয়। এমন অবিনাশী রত্ন যাকে কখনও কেউ নাড়াতে পারবেনা। কোনো রকম বাধা থামাতে পারবে না । এমন অবিনাশী রত্ন-ই অমর ভবের বরদানী হয়। প্রকৃত স্বর্ণ বা রিয়াল গোল্ড, বাবার সঙ্গী। তারা বাবার কর্তব্য কে আপন কর্তব্য মনে করে। সর্বদা সঙ্গে থাকে ফলে অবিনাশী হয়ে যায়।

স্লোগান - পবিত্রতার যথার্থ ধারণা থাকলে প্রতিটি কর্ম যথার্থ এবং যুক্তি যুক্ত হবে ।